BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ১২

Lecture Content

☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও আদমশুমারি

☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি, সমস্যা ও সমাধান:

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। আদমশুমারি রিপোর্ট জুন (১৫-১৬), ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬.৫১ কোটি। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা ঘনত্ব ১১৪০ (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২২)। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে জনসংখ্যার ঘনত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য:

- জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও বৃদ্ধির হার হ্রাস পাচ্ছে।
- আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি।
- নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান।
- দেশের অর্ধেক লোক পরনির্ভরশীল।
- জন্মহার মৃত্যুহার অপেক্ষা কম হ্রাস পেয়েছে।
- অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে।
- উন্নত দেশগুলোর তুলনায় গড় আয়ুষ্কাল অনেক কম।

☑ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার:

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৭%, ২০০১ সালে ১.৪৮% এবং ২০১১ সালে ১.৩৭%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৮১ থেকে ২০১১সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি কমেছে তার একটি ছক নিম্নে দেখানো হলো–

☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার:

সাল	বার্ষিক বৃদ্ধির হার (শতকরা)
১৯৮১	২.৩১
১৯৯১	২.১৭
২০০১	১.৪৮
২০০৯	১.৫
২০১১	১.৩৭
২০২২	১.৩৭ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)

☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা:

(Population problem of Bangladesh)

- জমির খণ্ডবিখণ্ডতা= উৎপাদন হ্রাস
- মাথাপিছু আয় হ্রাস= জীবনযাত্রার মান নিচু
- অত্যধিক জনসংখ্যা= স্বাস্থ্যসেবার মান কম

- জনসংখ্যা বৃদ্ধি= স্বাস্থ্যসেবা অপ্রতুল
- মাথাপিছু আয় কম, সঞ্চয় কম, বিনিয়োগ কম ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না= বেকারত্ব বৃদ্ধি
- মূল্যবোধের অবক্ষয়, জীবিকার তাগিদে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি বৃদ্ধি= সমাজ জীবনে নিরাপত্তার অভাব
- বাসস্থান চাহিদা বৃদ্ধি, জমির ব্যবহার বৃদ্ধি= কৃষি ভূমি হ্রাস
- জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি, খাদ্য কম বৃদ্ধি= খাদ্য ঘাটতি
- বন নিধন, পাহাড় কাটা বৃদ্ধি, বস্তি বসতি বৃদ্ধি= পরিবেশ দূষণ
- খাদ্য আমদানি বৃদ্ধি= বৈদেশিক মুদ্রা হ্রাস
- অত্যধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট, ভর্তি সমস্যা, প্রয়োজনীয় স্কুল-কলেজের অভাব= শিক্ষার হার কম

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকায়ন, দ্রুত শিল্পায়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। অধিক ঘনবসতিপূর্ণ স্থান থেকে কম ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহে লোক স্থানান্তর করে জনসংখ্যা সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে। এছাড়াও জন্মনিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতির মাধ্যমে জনসংখ্যা হ্রাস করা যেতে পারে।

জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা হলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে এবং জনসংখ্যা সমস্যা হ্রাস পাবে। কর্মদক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলা গেলে সমস্যা হ্রাস পাবে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান সহজ হবে।

☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উপায়:

(Measures taken to control population in Bangladesh)

- জনসংখ্যা সমাধানের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের চেয়ে জনসংখ্যা যেন দ্রুত বৃদ্ধি না পায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যা হলো জনসংখ্যা। সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোও সচেতনতা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফল প্রচার করছে। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় এ দেশের জনশক্তি সমস্যা না হয়ে সম্পদে পরিণত হবে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সফল প্রয়োগের ব্যবস্থা করা।
- বিলম্ব বিবাহ ব্যবস্থা চালু করা।
- বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করা।
- নারী শিক্ষা ও নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দেশের জনগণের চিত্তবিনোদনের নানাবিধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা।
- ধর্মান্ধতা, পুত্র সন্তানের উপর নির্ভরশীলতা, বংশ রক্ষা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করা।

[তথ্যসূত্র: ভূগোল ও পরিবেশ, নবম-দশম শ্রেণি]

তথ্য কণিকা

- জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়– ১৯৭৬ সালে
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস– ১১ জুলাই
- 'জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা'– সংশ্লিষ্ট সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং– ১৮
- বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট-২০২১ অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা– ১৭ কোটি প্রায়।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা– ১৬৯.১১ মিলিয়ন/ ১৬.৯১ কোটি।
- ২০১১ সালের (৫ম) আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা– ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪জন।
- আদমশুমারী ও গৃহ গণনা ২০১১-এর গণনাপরবর্তী প্রাক্কলিত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা- ১৫ কোটি ২৫ লাখ ১৮ হাজার ১৫ জন
- বর্তমানে বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা– জনসংখ্যা
- 'নিপোর্ট' (NIPORT) হচ্ছে– জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- 'NIPORT'-এর পূর্ণরূপ– National Institute of Population Research & Training.
- প্রতিষ্ঠা ও অবস্থান– ১৯৭৭ ও আজিমপুর, ঢাকা
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় শ্লোগান– 'দুটি সন্তানের বেশি নয়। একটি সন্তান হলে ভালো হয়।'
- বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন তথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা– রাষ্ট্রের দায়িত্ব

বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও ঘনত্ব

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২২

ক্র.নং	জনমিতিক পরিসংখ্যান (সাধারণ জনমিতিক পরিসংখ্যান)		
১	জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ২০০১ (শুমারী)		১৩০.০
	২০১১		১৫১.৭
	২০১৬ (সাময়িক প্রাক্কলন)		১৬০.৮
২	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা), ২০২০		১.৩৭
৩	পুরুষ-মহিলা অনুপাত, ২০২০		১০০.২ ঃ ১০০
৪	জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গ কিলোমিটার, ২০২০		১১৪০
	মৌলিক জনমিতিক পরিসংখ্যান		
৫	স্থুল জন্ম হার (প্রতি ১০০০ জনে), ২০২০		১৮.১
৬	স্থুল মৃত্যু হার (প্রতি ১০০০ জনে), ২০২০		৫.১
৭	শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে), ২০২০ (এক বছরের কম)		২১
৮	মহিলা (১৫-৪৯ বছর) প্রতি উর্বরতা হার, ২০২০		২.০৪
৯	গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%), ২০২০		৬৩.৯
১০	প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর), ২০২০ উভয়		৭২.৮
	পুরুষ		৭১.২
	মহিলা		৭৪.৫
১১	**প্রথম বিবাহে গড় বয়স, ২০২০**	পুরুষ	২৫.২
		মহিলা	১৯.১
	স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা		
১২			
১৩	ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা, ২০১৮		১৭২৪
১৪	সুপেয় পানি গ্রহণকারী (%), ২০২০ (ট্যাপ ও টিউবওয়েলের পানি)		৯৮.৩
১৫	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী (%), ২০২০		৮১.৫
১৬	সাক্ষরতার হার (৭বছর+), (%), ২০২০		৭৫.২
	পুরুষ		৭৭.৪
	মহিলা		৭২.৯
	শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান		
১৭	লেবার ফোর্স সার্ভে, ২০১৬-১৭ মোট শ্রমশক্তি (১৫ বছর +), (কোটি)		৬.৩৫
	পুরুষ		৪.৩৫
	মহিলা		২.০০
১৮	কৃষি (মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসাবে)		৪০.৬
১৯	অকৃষি (মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসাবে)		৫৯.৪
২০	মূল্যস্ফীতি		৫.৮৩
	মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসেবে		
২১	কৃষি		৪০.৬
২২	শিল্প		২০.৪
২৩	সেবা		৩৯.০

বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০২১-এ বাংলাদেশ

১	মোট জনসংখ্যা (২০২১)	১৭ কোটি প্রায়
২	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২০১০-২০১৫)	১.১%
৩	প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল	পুরুষ ৭১ বছর এবং নারী ৭৫
৪	নারী প্রতি প্রজনন হার	২.৪ জন
৫	জনসংখ্যায় বিশ্বে অবস্থান	অষ্টম
৬	জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বে অবস্থান	চতুর্থ
৭	জনসংখ্যায় সার্কভুক্ত দেশসমূহে অবস্থান	তৃতীয়

ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার হার

ক্র.নং	ধর্ম	শতকরা হার
১	ইসলাম (মুসলমান)	৯০.৪%
২	হিন্দু	৮.৫%
৩	বৌদ্ধ	০.৬%
৪	খ্রিষ্টান	০.৩৭%
৫	অন্যান্য	০.১৩%

জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান

ক্রমিক নং	অবস্থান	যততম
১	সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে	৩য়
২	মুসলিম বিশ্বে	৪র্থ
৩	এশিয়ায়	৫ম
৪	বিশ্বে	৮ম

তথ্য কণিকা

- ☑ জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস পালিত হয়– ৩ জুলাই (২০০৭ সালে প্রথম বারের মত পালিত হয়)
- ☑ ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বাড়ে যে হারে– জ্যামিতিক হারে (১,২,৪,৮,১৬,৩২,৬৪)

- ☑ ম্যালথাসের মতে, খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে যে হারে– গাণিতিক হারে (১,২,৩,৪,৫,৬)
- ☑ বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জনবসতি – পাসিংপাড়া
- ☑ বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জনবসতি পাসিংপাড়ার উচ্চতা – ৩,০৬৪ফুট
- ☑ পাসিংপাড়া কী?
  – কেওক্রাডং পর্বতে মুরং আদিবাসী অধ্যুষিত জনবসতি
- ☑ বাংলাদেশে জনবসতি ঘনত্বের হার – বর্তমানে ১১৪০ জন [বা.অ.স.- ২০২২]
- ☑ বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ জেলা– ঢাকা
- ☑ বাংলাদেশের সবচেয়ে কম ঘন বসতিপূর্ণ জেলা– বান্দরবান
- ☑ ঢাকা জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে– ৮২২৯জন
- ☑ বান্দরবান জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে– ৮৭জন
- ☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা যতভাগ মুসলমান– ৯০.৪%
- ☑ বাংলাদেশে প্রথম হিমায়িত ভ্রূণ শিশু (অপ্সরা) জন্মগ্রহণ করে– ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮
- ☑ বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরীদের উন্নয়ন বা সংশোধন কেন্দ্র– ৩টি (২টি কিশোরদের, ১টি কিশোরীদের)
- ☑ বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স– (০-১৮) বছর
- ☑ বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়সসীমা– (৭-১৬) বছর
- ☑ বাংলাদেশে ১ম জাতীয় কিশোর অপরাধ কেন্দ্র অবস্থিত– টঙ্গী, গাজীপুর [টেকনিক: কিশোর টঙ্গীতে থাকে]
- ☑ বাংলাদেশে ১ম জাতীয় কিশোরী অপরাধ কেন্দ্র অবস্থিত– কোনাবাড়ী, গাজীপুর [টেকনিক: কিশোরী কোনাবাড়িতে থাকে]
- ☑ ২য় জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র– পুলেরহাট, যশোর
- ☑ কোন দেশের জনসংখ্যা অতি ক্ষিপ্রগতিতে বৃদ্ধি পেলে তাকে বলা হয়– জনসংখ্যা বিস্ফোরণ।
- ☑ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা– ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার– ১.৩৭%
- ☑ বা.অ.স. ২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু– ৭২.৮ বছর।
- ☑ বা.অ.স. ২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশের পুরুষের গড় আয়ুষ্কাল – ৭১.২ বছর
- ☑ বা.অ.স. ২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশের নারীদের গড় আয়ুষ্কাল– ৭৪.৫ বছর
- ☑ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত 'জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৭' অনুসারে দেশে মোট বেকারের সংখ্যা– ৫ শতাংশ।
- ☑ বা.অ.স. ২০২২ অনুসারে, শিশু মৃত্যুহার [এক বছরের কম বয়সী (প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে)] : ২১ জন।
- ☑ বা.অ.স. ২০২২ অনুযায়ী, স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে) – ১৮.১ জন
- ☑ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনসংখ্যার সোনালী ধাপ হলো ২০-৩০ বছর ব্যাপী এমন একটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনসংখ্যা যেখানে শিশু ও কিশোরের মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমার কারণে জন্মহার ও অতি বয়স্ক লোকের সংখ্যা হ্রাস পায়।
- ☑ HNPSP-এর পূর্ণরূপ– Health, Nutrition and Population Section Programme. (স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি)
- ☑ 'NPC'- এর পূর্ণরূপ– National Population Council (জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ)

➲ আদমশুমারি:

কোন দেশের বা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ গণনাকেই মূলত আদমশুমারি বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নিজস্ব আদমশুমারির ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশেও প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর আদমশুমারি করা হয়। আদমশুমারি একটি দেশের জনসংখ্যার সরকারি গণনা হিসেবে গণ্য করা হয়। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী "নির্দিষ্ট সময়ে আদমশুমারি একটি জনগোষ্ঠীর বা দেশের জনসংখ্যা গণনার সামগ্রিক প্রক্রিয়ার তথ্য সংগ্রহ, তথ্য একত্রীকরণ এবং জনমিতিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্যাদি প্রকাশ করণ।" বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি ১৯৭৪ সালে হয়েছিল। একটি দেশে আদমশুমারি সাধারণত দশ বছর পরপর হয়।

☑ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ➢ প্রতিটি ব্যক্তির তথ্য গণনা
- ➢ একটি চিহ্নিত এলাকায় সামষ্টিক গণনা
- ➢ একই সঙ্গে সারাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠান

তথ্য কণিকা

- ➢ উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়– ১৮৬১সালে (লর্ড ক্যানিং এর সময়)
- ➢ অবিভক্ত বাংলায়/ ভারতবর্ষে ১ম আদমশুমারি শুরু হয় বা, বাংলায় প্রথম দশ বছর ভিত্তিক আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়– ১৮৭২ সালে
- ➢ যার শাসনামলে ভারতবর্ষে ১ম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়– লর্ড মেয়োর শাসনামলে

- আদমশুমারি পরিচালনা করে– Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)
- ১৯৭৪ ঃ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়েছে– ৬ বার (যথা: প্রথম: ১৯৭৪ সালে; ২য়: ১৯৮১ সালে; তৃতীয় ১৯৯১ সালে; চতুর্থ: ২০০১ সালে; ৫ম: ২০১১ সালে; এবং ৬ষ্ঠ-২০২২ সালে)।

স্বাধীন বাংলাদেশে আদমশুমারি

যততম	সাল	জনসংখ্যা (জন)	বৃদ্ধির হার%
প্রথম	১৯৭৪	৭,৬৩,৯৮,০০০	২.৪৮
দ্বিতীয়	১৯৮১	৮,৯৯,১২,০০০	২.৩৫
তৃতীয়	১৯৯১	১১,১৪,৫৫,১৮৫	২.১৭
চতুর্থ	২০০১	১৩,০৫,২২,৫৯৮	১.৫৯
পঞ্চম	২০১১	১৪,৯৭,৭২,৩৬৪*	১.৩৭
৬ষ্ঠ	২০২২	১৬,৫১,০০০০০	১.৩৭

তথ্য কণিকা

- মেগাসিটি হলো– এক কোটি বা ১০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা।
- জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগের তথ্যানুসারে বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যা– ৩৪%
- বিশ্বের মেগাসিটির তালিকায় বাংলাদেশ (ঢাকা) প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়– ১৯৮০ সালে।
- জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, বর্তমান বিশ্বে মেগাসিটি– ২১টি
- সিটি পপুলেশনের তথ্য অনুসারে বর্তমান বিশ্বে মেগাসিটি – ২৬টি
- জাতিসংঘের তথ্যানুসারে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্বের– ৯ম মেগাসিটি
- মেটাসিটি হলো– ২ কোটি বা ২০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা
- বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ মেগাসিটি ও মেটাসিটি– টোকিও, জাপান
- জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, বর্তমান বিশ্বে মেটাসিটির সংখ্যা– ৩টি। [যথা: ১. টোকিও (জাপান), ২. নয়াদিল্লী (ভারত) ও ৩. সাও পাওলো (ব্রাজিল)।]

জনসংখ্যা ও আয়তনে ক্ষুদ্রতম, বৃহত্তম

প্রশাসনিক স্তর	জনসংখ্যা অনুসারে		আয়তন অনুসারে	
	ক্ষুদ্রতম	বৃহত্তম	ক্ষুদ্রতম	বৃহত্তম
বিভাগ	বরিশাল	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম
জেলা	বান্দরবান	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	রাঙ্গামাটি
উপজেলা	থানচি (বান্দরবান)	গাজীপুর সদর (গাজীপুর)	বন্দর (নারায়ণগঞ্জ)	শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)
থানা	বিমানবন্দর (ঢাকা)	গাজীপুর সদর (গাজীপুর)	ওয়ারী (ঢাকা)	শ্যামনগর (সাতক্ষীরা
পৌরসভা	কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ)	বগুড়া সদর (বগুড়া)	ভেদরগঞ্জ (শরীয়তপুর)	বগুড়া সদর (বগুড়া)
ইউনিয়ন	হাজীপুর (দৌলতখান, ভোলা)	ধামসানী (সাভার, ঢাকা)	হাজীপুর (দৌলতখান, ভোলা)	সাজেক (বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি)

[তথ্যসূত্র: পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১।]

ক্র.নং	পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১
১	পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়– ১৫-১৯মার্চ ২০১১
২	পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়– ১৬ জুলাই ২০১২
৩	বাংলাদেশের সমন্বিত জনসংখ্যা– ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন (পুরুষ ৭,৪৯,৮০,৩৮৬ জন ও নারী ৭,৪৭,৯১,৯৭৮জন) [১৫মার্চ ২০১১ পর্যন্ত।]
৪	প্রাক্কলিত জনসংখ্যা– ১৫,২৫,১৮,০১৫ জন (পুরুষ ৭,৬৩,৫০,৫১৮ জন ও নারী ৭,৬১,৬৭,৪৯৭ জন) [১৬জুলাই ২০১২ পর্যন্ত]
৫	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার– ১.৩৭%
৬	জনসংখ্যার ঘনত্ব– প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,০১৫ জন বা প্রতি বর্গমাইলে ২,৫২৮ জন।
৭	নারী ও পুরুষের অনুপাত– ১০০ ঃ ১০০.৩
৮	জনসংখ্যায় বৃহত্তম বিভাগ– ঢাকা; ৩,৭৮,৯৩,৯২৩জন
৯	জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম বিভাগ– বরিশাল; ৮৬,৫২,৩২৪জন
১০	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি– সিলেট বিভাগে (২.২১%)
১১	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম– বরিশাল বিভাগে (০.১৮%)
১২	পুরুষ-নারীর অনুপাত সর্বাধিক বিভাগ– ঢাকা; ১০৫ ঃ ১০০
১৩	পুরুষ-নারীর অনুপাত সর্বনিম্ন বিভাগ– চট্টগ্রাম; ৯৬ ঃ ১০০
১৪	জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি– ঢাকা বিভাগে (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,৯৭৩ জন বা প্রতি বর্গমাইলে ৫,১১৫জন)
১৫	জনসংখ্যার ঘনত্ব কম– বরিশাল বিভাগে (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৬৩০ জন বা প্রতি বর্গমাইলে ১,৬৩০জন)
১৬	জনসংখ্যায় বৃহত্তম জেলা– ঢাকা; ১,২৫,১৭,৩৬১জন
১৭	জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম জেলা– বান্দরবান; ৪,০৪,০৯৩জন

ক্র.নং	পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১
১৮	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি– গাজীপুর জেলায়; ৫.২১%
১৯	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম– বাগেরহাট জেলায়; –০.৪৭%
২০	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক– ৪টি জেলায়; খুলনা (–০.২৫%), বাগেরহাট (-০.৪৭%), বরিশাল (-০.১৩%) ও ঝালকাঠী (-০.১৭%)
২১	পুরুষ-নারীর অনুপাত সর্বাধিক জেলা– ঢাকায়; ১১৯ ঃ ১০০
২২	পুরুষ-নারীর অনুপাত সর্বনিম্ন জেলা– চাঁদপুরে; ৯০ ঃ ১০০
২৩	জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি– ঢাকায় (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮,২২৯ জন বা প্রতি বর্গমাইলে ২১,৩১৩ জন)
২৪	জনসংখ্যার ঘনত্ব কম– বান্দরবানে (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৭ জন বা প্রতি বর্গমাইলে ২২৫জন)
২৫	খানার সংখ্যা– ৩,২১,৭৩,৬৩০ (অনুমিত)
২৬	খানা প্রতি গড় সদস্য– ৪.৪ জন (অনুমিত)
২৭	প্রতিবন্ধী জনসংখ্যা– ২০,১৬,৬১২ (মোট জনসংখ্যার ১.৪%)
২৮	শহুরে জনসংখ্যা– ২,৭৪,৬৮,৭৮৯ জন (অন্যান্য শহুরে জনসংখ্যা ৬০,৯৪,৩৯৪ জন; গ্রামীণ জনসংখ্যা ১১,০৪,৮০,৫১৪জন)

একনজরে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

বিষয়	সর্বোচ্চ		সর্বনিম্ন	
	বিভাগ	জেলা	বিভাগ	জেলা
জনসংখ্যা	ঢাকা	ঢাকা	বরিশাল	বান্দরবান
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	সিলেট (২.২১%)	গাজীপুর (৫.২১%)	বরিশাল (০.১৮%)	বাগেরহাট (-০.৪৭%)
ঘনত্ব (প্রতিবর্গ কি.মি.)	ঢাকা (১৯৭৩জন)	ঢাকা (৮২২৯জন)	বরিশাল (৬৩০জন)	বান্দরবান (৮৭জন)
সাক্ষরতার হার	বরিশাল (৫৬.৮%)	ঢাকা (৭০.৫%)	ময়মনসিংহ (৩৯.৮%)	সুনামগঞ্জ (৩৫.০%)
নারী-পুরুষ অনুপাত	ঢাকা ১০০ঃ১০৫	ঢাকা ১০০ঃ১১৯	চট্টগ্রাম ১০০ঃ৯৬	চাঁদপুর ১০০ঃ৯০
দারিদ্রসীমা		ময়মনসিংহ		কুষ্টিয়া

উৎস: আদমশুমারি- ২০১১

BCS & PSC -এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১. ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের নারী পুরুষের অনুপাত– ১০০ ঃ ১০০.৩ [৩৭তম বিসিএস]

০২. ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের Household প্রতি জনসংখ্যা– ৪.৪ জন [৩৭তম বিসিএস]

০৩. যে বিভাগে সাক্ষরতার হার সর্বাধিক – বরিশাল বিভাগ [৩৭তম বিসিএস]

০৪. বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়– ১৯৭৪ সালে [৩৬তম বিসিএস]

০৫. বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা চালু হয়– ১৯৯৮ সালে [৩৬তম বিসিএস]

০৬. বর্তমানে বাংলাদেশের শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার– ৩৪%

০৭. জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা ভাষা পৃথিবীর– সপ্তম বৃহত্তম

০৮. বাংলাদেশের সর্বশেষ আদমশুমারী যে সালে করা হয়েছিল– ২০২২ (৬ষ্ঠ)।

০৯. বাংলাদেশ জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স– জন্ম থেকে ১৮ বছর।

১০. বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি যে সালে অনুষ্ঠিত হয়– ১৯৭৪ সালে।

১১. মহানগরী হতে হলে ন্যূনতম যত মিলিয়ন জনসংখ্যা থাকা দরকার– ১০ মিলিয়ন।

১২. বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু– ৭২.৮ বছর [বা.অ.স. ২০২২ অনুযায়ী]।

১৩. বাংলাদেশে যে সাল থেকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়– ১৯৭৬

১৪. জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশের ছোট উপজেলা– থানচি

১৫. অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যার নারী পুরুষের অনুপাত– ১০০ ঃ ১০০.২

১৬. বা.অ.স. ২০২২ অনুসারে, বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার– ১.৩৭%

১৭. বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০২২ অনুসারে, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.১%

১৮. পঞ্চম আদমশুমারীর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা– ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন

১৯. বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী, জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের স্থান– ৮ম

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা ঘনত্ব কত?
ক. ১,১৪০ জন খ. ১,১০৩ জন
গ. ১,১২৫ জন ঘ. ১০৯০ জন **ক**

২. সরকারী হিসেব মতে বাংলাদেশীদের গড় আয়ু-
ক. ৭২.৬ বছর খ. ৬৭.৫ বছর
গ. ৭৩.৮ বছর ঘ. ৭২.৮ বছর **গ**

৩. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (population growth rate in Bangladesh)
ক. ২.৫% খ. ১.১%
গ. ১.৩৭% ঘ. ২.০৫% **গ**

৪. "জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২" অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?
ক. ১৫.১৭৬ কোটি খ. ১৬.৬১ কোটি
গ. ১৬.৮৫ কোটি ঘ. ১৫.৯১ কোটি **খ**

৫. "জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২" অনুযায়ী নারী-পুরুষের অনুপাত কত?
ক. ৮০ : ৮৩ খ. ৫০ : ৪৯
গ. ৫১ : ৪৭ ঘ. ১০০ : ৯৩ **খ**

জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির ঐক্যবদ্ধ রূপের পরিচয় তুলে ধরে। "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।" – সংবিধানের ৬(২) অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলাদেশের মোট উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১২ লক্ষ ৮৬ হাজার ১৪১ জন। [সূত্র: আদিবাসী জনগোষ্ঠী (পঞ্চম খণ্ড), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।] বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা উপজাতির সংখ্যা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সূত্র মতে, বাংলাদেশের উপজাতির সংখ্যা ৪৫টি এবং বাংলাদেশি উপজাতির ভাষার সংখ্যা ৩২টি। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন পাহাড়ি জনপদ ছাড়াও দেশের সমতলভূমি যেমন: কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরগুনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর এবং সিলেট অঞ্চলে প্রধানত এদের বসতি। এসব জনগোষ্ঠী শত শত বছর ধরে এই ভূখণ্ডে বসবাস করছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি খুবই প্রিয়। বাংলাদেশে যেসব সংখ্যা স্বল্প জাতিসত্তার বাস তাদের মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, মনিপুর, খাসিয়া, ম্রো, রাখাইন, হাজং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এদেশের তঞ্চঙ্গ্যা, বম, কোচ, রাজবংশী, মালো, ওবাঁত, খিয়াং, খুমি, চাক, পাংখোয়া, লুসাই, নুনিয়া, পলিয়া, পাহান, মুণ্ডা, মাহালী, মাহাতো, ভুঁইমালি, মুশহর, কুর্মি, কোচ, শবর, হালাম, ডালু, নায়েক, লাউয়া, পাঙন প্রভৃতি উপজাতির বাস রয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম উপজাতি হলো চাকমা। এদেশে চাকমার সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৫৩ হাজার। দেশের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি সাঁওতাল। বাংলাদেশের উপজাতিদের মধ্যে অধিকাংশের বাস তিন পার্বত্য জেলায়। এ অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিদের সংখ্যা দেশের মোট উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫০ শতাংশ যা জনসংখ্যায় প্রায় ৭ লক্ষ।

বাংলাদেশের জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি

❒ বাংলাদেশের উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অবস্থান ও ধর্ম:

উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	অবস্থান	ধর্ম
১. খিয়াং	বান্দরবান	বৌদ্ধ
২. খুম	বান্দরবান	বৌদ্ধ
৩. চাক	বান্দরবান	বৌদ্ধ
৪. চাকমা	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার	বৌদ্ধ
৫. তঞ্চঙ্গ্যা	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার	বৌদ্ধ
৬. ত্রিপুরা/টিপরা	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ঢাকা	সানাতন
৭. পাংখোয়া	রাঙামাটি, বান্দরবান	–
৮. বম	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি	খ্রিস্টান
৯. মারমা	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, পটুয়াখালী	বৌদ্ধ
১০.ম্রো	বান্দরবান	–
১১.রাখাইন	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, বরগুনা, পটুয়াখালী, কক্সবাজার	বৌদ্ধ
১২.লুসাই	রাঙামাটি, বান্দরবান	খ্রিস্টান
১৩.ওরাওঁ	কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর দিনাজপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	জড়োপাসক
১৪.ননিয়া	মৌলভীবাজার	সনাতন
১৫.পলিয়া	রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী	সনাতন
১৬.পাহান	মহস্থানগড় ও পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের মধ্যবর্তী স্থানে	সনাতন
১৭.ভূঁইমালী	জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ	সনাতন
১৮.মাহাতো	জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, নাটোর, রাজশাহী নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম	সনাতন
১৯.মাহালী	রাজশাহী, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া	খ্রিস্টান

উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	অবস্থান	ধর্ম
২০. মুণ্ডা	সিলেট	বৈষ্ণ বা প্রকৃতি পূজারি
২১.মুশহর	হবিগঞ্জ	সনাতন
২২.রবিদাস	সিলেট, হবিগঞ্জ, নওগাঁ	সনাতন
২৩. রাঁজবংশী	জয়পুরহাট	–
২৪. রাজবংশী	রংপুর, শেরপুর	প্রকৃতি পূজারি
২৫. রানা কর্মকার	জয়পুরহাট	সনাতন
২৬. লহরা	জয়পুরহাট	সনাতন
২৭. সাঁওতাল	রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমানিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর	–
২৮. কন্দ	মৌলভীবাজার	–
২৯. কুর্মি	সিলেট, মৌলভী বাজার	সনাতন
৩০. কোচ	শেরপুর	সনাতন
৩১. খাড়িয়া	মৌলভীবাজার	সনাতন
৩২. খাসী/খাসিয়া*	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার	খ্রিস্টান
৩৩. গারো*	ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, সিলেট, সুনামগঞ্জ,	খ্রিস্টান
৩৪. ডালু	ময়মনসিংহ, শেরপুর	বৈষ্ণব
৩৫. নায়েক	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার	সনাতন
৩৬. পাঙন	মৌলভীবাজার	ইসলাম
৩৭. পাত্র	সিলেট	সনাতন
৩৮. বর্মণ	টাঙ্গাইল, গাজীপুর ময়মনসিংহ	সনাতন
৩৯. বীন	সিলেট	সনাতন
৪০. বোনাজ	সিলেট, মৌলভীবাজার	সনাতন
৪১. ভূমিজ	সিলেট, মৌলভীবাজার	–
৪২. মণিপুরী	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার	বৈষ্ণ
৪৩. শবর	মৌলভীবাজার	সনাতন
৪৪. হাজং	শেরপুর, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা	সনাতন
৪৫. হালাম	হবিগঞ্জ	সনাতন

❒ উপজাতিদের উৎসব

উপজাতি	প্রধান উৎসব
১. খিয়াং	সাংলান
২. গারো	ওয়ানগালা (ধর্মীয় ও সামাজিক)
৩. চাকমা	বিজু/বিঝু
৪. তঞ্চঙ্গ্যা	বিষু
৫. ত্রিপুরা	বৈসুক (বর্ষবরণ)
৬. মারমা/চাক	সাংগ্রাই (বর্ষবরণ)
৭. ম্রো	ক্লবপাই
৮. রাখাইন	সাংগ্রাই
৯. ওরাওঁ	কারাম
১০.পলিয়া	দূর্গাপূজা
১১.মহাতো	সহরায়
১২.রবিদাস	মাঘি পূর্ণিমা
১৩.সাঁওতাল	সোহরাই
১৪.মণিপুরী	রাসোৎসব (মহা রাসলীলা)

❒ বিভিন্ন উপজাতি ও তাদের দেবতাদের নাম

উপজাতি	দেবতার নাম
মুরং	ওরেং, থুরাং, সুংতিয়াং
সাঁওতাল	সিং বোঙ্গা বা সূর্য, মারাং বুরু, ওরাক, মোরেইকো
হাজং	হিন্দুদের প্রায় সব দেবদেবী
টিপরা	হিন্দুদের কিছু কিছু দেবতা
খাসিয়া	উব্লাউ নাংমউ, উব্লাউ মতং, সংসপাহ, উরিং, কেউ, কায়িহ

উপজাতিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

নাম	অবস্থান
১. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমী	বিরিশিরি, নেত্রকোনা
২. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রাঙ্গামাটি
৩. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	বান্দরবান
৪. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	কক্সবাজার

নাম	অবস্থান
৫. কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	খাগড়াছড়ি
৬. রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল ইনস্টিটিউট	রাজশাহী
৭. মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী	মৌলভীবাজার
৮. রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রামু, কক্সবাজার

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা – ৪৫ টি।
- সরকারি হিসেবে দেশের মোট ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা – ৪৮টি।
- বাংলাদেশের উপজাতীয় ভাষার সংখ্যা – ৩২ টি।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজাতি – চাকমা (প্রায় ৩ লাখ)।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট উপজাতি বাস করে – ১১টি।
- পুরুষদের চেয়ে বেশি বয়স্ক মেয়ে বিয়ে করে যে উপজাতি – তঞ্চঙ্গ্যা।
- প্রকৃতি পূজারি উপজাতি – মুণ্ডা ও রাজবংশী
- একমাত্র জড়উপাক্ষক উপজাতি – সাঁওতাল।
- বৈষ্ণব ধর্ম বিশ্বাসী উপজাতি – ডালু ও মনিপুরী।
- উপজাতিদের বর্ষবরণ উৎসবকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় – বৈসাবি (বৈসুক, সাংগ্রাই ও বিজুর সংক্ষিপ্ত রূপ)।
- ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনে যতটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও শ্রেণীর জনগণের উল্লেখ আছে – ২৭ টি।
- উপজাতি, ক্ষুদ্রজাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির কথা উল্লেখ আছে সংবিধানের- ২৩(ক) উনুচ্ছেদে (১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে সন্নিবেশিত)।
- লিখিত বর্ণমালা নেই যে উপজাতির – সাঁওতাল।
- মগ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমতল এলাকায় পরিচিত – রাখাইন নামে।
- মগদের আদিনিবাস ছিল – আরাকান (মিয়ানমার)।
- জলকেলি যাদের উৎসব – রাখাইন।
- রাখাইনদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব – বুদ্ধপূর্ণিমা।
- ত্রিপুরাদের ভোজানুষ্ঠানকে বলে – সামৌং।
- গারোদের ভাষার স্থানীয় নাম – মান্দি ভাষা বা গারো ভাষা।
- পাঙনরা যে ভাষায় কথা বলে – মৈ তৈ মণিপুরীদের ভাষায়।
- খিয়াংরা ইশ্বরকে বলে – হ্যাদাগা।
- যে উপজাতির মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ, বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে – হাজং।
- বাংলাদেশ মোট উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা – ১৫,৮৬,১৪১। [আদমশুমারি ২০১১]
- চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাসের নাম – ফেবো (প্রকাশিত হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)।
- যে উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মুসলমান – পাঙন।
- উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গেরিলা সংগঠনের নাম – শান্তিবাহিনী (প্রতিষ্ঠাতা : মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা)।
- শান্তিবাহিনীর বর্তমান চেয়ারম্যান জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)

প্রধান উপজাতিদের বিস্তারিত আলোচনা

১। চাকমা:

বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রধান উপজাতির নাম চাকমা, অবশ্য তারা নিজেদেরকে 'চাকমা' বলে থাকে। চাকমারা বাংলাদেশের বাইরে ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুনাচলে বসবাস করে। মিজোরামে চাকমাদের নামানুসারে ***'চাকমা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল'*** নামে একটি এলাকা রয়েছে।

➢ **চাকমাদের আদি নিবাস:** ধারণা করা হয় চাকমাদের আদি নিবাস 'চম্পকনগর'। সেখানকার রাজার দুটি ছেলে ছিল। বড় রাজপুত্রের নাম বিজয়গিরি, তিনি পিতার জীবদ্দশায় অভিযান চালিয়ে আরাকান এবং চট্টগ্রাম জয় করেন। ফিরে যাবার সময় কালাবাঘা নামক স্থানে এসে জানতে পারেন তার পিতার মৃত্যু হয়েছে এবং তার ছোট ভাই চম্পকনগরের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। এই সংবাদ পেয়ে তিনি মনের দুঃখে আর স্বদেশে ফিরে যান নি।

➢ **চাকমা ইংরেজ যুদ্ধ:** ১৭৬৫ সালে শের দৌলত খান চাকমা রাজা নিযুক্ত হন। এই সময় ইংরেজরা মধ্যবর্তী ব্যক্তিদের মাধ্যমে এতদ অঞ্চল থেকে কর হিসেবে কার্পাস তুলা গ্রহণ করত। মোঘলদের কাছ থেকে চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণের পর ইংরেজরা করের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। এই প্রেক্ষাপটে চাকমা রাজা শের দৌলত খানের সেনাপতি রুনু খানের সাথে ইংরেজদের কর সংগ্রাহকদের বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ, পরে যুদ্ধে রূপ নেয় এবং রাজা ইংরেজদের কর দেয়া বন্ধ করে দেয়। ইংরেজরা রাজার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠায়, শুরু হয় রুনু খানের বাহিনীর সাথে ইংরেজ বাহিনির যুদ্ধ।

১৭৮২ সালে চাকমা রাজা শের দৌলত খান মারা গেলে তার পুত্র জানবক্সখান রাজা হন। যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয় দেখে ইংরেজরা সমঝোতায় আসে, ১৭৮৫ সালে যুদ্ধ থেমে যায়।

➢ **পারিবারিক কাঠামো ও গোত্র পরিচয়:** চাকমারা পিতৃতান্ত্রিক পরিবার, চাকমা পরবারে পিতাই হলেন প্রধান ব্যক্তি। তারপর মা ও জেষ্ঠ্য পুত্রের স্থান। চাকমারা পিতার সূত্র ধরে বংশ গণনা করে। তারা বংশকে গুথি বলে।

➢ **উৎসব:** চাকমাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম বিঝু উৎসব। এই উৎসব পালন করে ৩দিন। বাংলা বর্ষের শেষ দিন মূল বিঝু। তার পূর্বের দিন ফুল বিঝু এবং নববর্ষকে গোজ্জা পোজ্জা দিবস বলে।

➢ **ধর্ম:** চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মালম্বী, তাদের প্রায় গ্রামেই বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে।

➢ **গৃহ ও বাসস্থান:** চাকমারা গৃহকে ঘর এবং গ্রামকে আদম বলে।

২। মারমা:

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যা গরিষ্ঠতার দিক থেকে উপজাতিদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মারমা। মারমা শব্দটি 'ম্রাইমা' শব্দ থেকে উদ্ভুত, মারমারা বার্মা থেকে আরাকান হয়ে এই অঞ্চলে আসে।

➢ **জুম্মুয়া:** অষ্টাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের বাঙালিরা চাকমা ও মারমা উভয় জনগোষ্ঠিকে জুম্মুয়া বলত, কারণ জুম চাষের উপর তারা নির্ভরশীল ছিল।

➢ **মারমা রাজা:** ১৭৯৮ সালে ১৮ এপ্রিল তারিখে বান্দরবানের প্রথম বোমাং রাজা হন কংহা প্রু। মারমারা বোমাং সম্প্রদায় থেকে রাজা নিযুক্ত করে।

➢ **উৎসব:** মারমারা বর্ষকে বিদায় ও বর্ষবরণ উপলক্ষে সাংগ্রাই উৎসব পালন করে, এসময় তাদের মধ্যে পানি খেলা বা জল উৎসব হয়।

৩। ত্রিপুরা:

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যা গরিষ্ঠতার দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা উপজাতি, পার্বত্য তিনটি জেলাতেই এরা বসবাস করে। তবে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় অধিকাংশ ত্রিপুরা বসবাস করে। এছাড়াও সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রামেও এদের বসবাস রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরেও এরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করে। ত্রিপুরা সমাজে ৩৬টি দফা আছে।

➢ **পারিবারিক কাঠামো ও বশংগণনা রীতি:** ত্রিপুরারা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক, পরিবারে পিতার স্থান হলো সর্বোচ্চ। একজন পুত্র তার পিতার দফা বা গোষ্ঠীর অধিকারী হয়, কিন্তু কন্যা মায়ের দফা ও গোষ্ঠীর অধিকারী হয়। এক কথায় বললে, ছেলেরা পিতার বংশ এবং মেয়েরা মাতার বংশ অনুসরণ করে। ছেলেরা পায় পিতার সম্পত্তি এবং মেয়েরা পায় মাতার সম্পত্তি।

➢ **ধর্ম:** ত্রিপুরারা সনাতন ধর্মের অনুসারী, একারণে তাদেরকে হিন্দু ধর্মালম্বী বলা হয়।

➢ **উৎসব:** ত্রিপুরারা বাংলা বর্ষের শেষ দুই দিন এবং নববর্ষের প্রথম দিন নিয়ে মোট তিনদিন বৈসু উৎসব পালন করে। বর্ষ শেষের দিনকে বিসুমা তার পূর্বের দিন হারি বিসু এবং বর্ষের প্রথম দিনকে বিসি কাতাল হিসেবে পালন করে।

৪। ম্রো:

পার্বত্য অঞ্চলে জনসংখ্যার দিক দিয়ে তারা চতুর্থ। ম্রো একটি প্রাচীন উপজাতি। ম্রো শব্দের অর্থ মানুষ। এরা কোন ধর্ম পালন করে না। ম্রো দের মূল উৎসব হল গো-বধ। তাদের সমাজে পিতার সূত্র ধরে সন্তানের গোত্র পরিচয় নির্ণয় করা হয়। তাদের সমাজে Headmanship প্রথা রয়েছে। তারা গ্রামকে বোয়াজা বলে।

৫। রাখাইন:

বাংলাদেশের দক্ষিণ কোনে কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনায় এদের বসবাস, রক্ষণ থেকে রাখাইন শব্দের উৎপত্তি, রাখাডনিরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। রাখাইনরা উৎসব পালন করে। তিনদিন রাখাইন যুবক-যুবতীরা পানি খেলা উৎসব পালন করে। রাখাইনদেরকে সম্প্রদায় বলা হয়।

৬। গারো:

বাংলাদেশের উত্তরে বৃহত্তর ময়মনসিংহ বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে গারোরাই হলো সংখ্যা গরিষ্ঠ উপজাতি। সুনামগঞ্জ জেলাতেও কিছু গারো রয়েছে। গারোরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভক্ত।

➢ **পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো:** গারোরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের লোক। গারো সমাজের মাতা-ই হলেন প্রধান। সন্তানেরা মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হন এবং মায়ের উপাধি ধারণ করেন। গারো সমাজে পিতা ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। বিয়ের পর ছেলেকে স্ত্রীর সাথে শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে হয়।

➢ **ধর্ম:** গারোদের অধিকাংশ খ্রিস্টান।

➢ **উৎসব:** গারোদের শ্রেষ্ঠ উৎসব হল ওয়ানগালা।

➢ **সাঁওতাল:** বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাংশের একটি প্রধান জনগোষ্ঠী, এরা দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া জেলায় বসবাস করে।

➢ **সাঁওতাল ইংরেজ যুদ্ধ:** ১৮৮৫ সালে ইংরেজদের সাথে সাঁওতালদের যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধ সাঁওতাল যুদ্ধ নামে পরিচিত।

➢ **পিতৃতান্ত্রিক পরিবার:** বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে এদের বাস। মনিপুরী নৃত্য দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। তারা নৃত্য করে দেবতাকে সন্তুষ্টির জন্য।

উপজাতি/নৃগোষ্ঠীদের গ্রাম এবং গ্রাম প্রধান

উপজাতি	গ্রামকে বলা হয়	গ্রাম প্রধান
চাকমা	আদাম	কারবারি
মারমা	রোয়াজ	রোয়াজা
খাসিয়া	পুঞ্জী	
তঞ্চঙ্গ্যা	রয়া	কারবারী
গারো		
ত্রিপুরা	পাড়া	পাড়া প্রধান
খিয়াং		
ওরাওঁ		
রাখাইন		

উপজাতি	গ্রামকে বলা হয়	গ্রাম প্রধান
সাঁওতাল		মাঝি
মণিপুরী		
রবিদাস		

BCS & PSC -এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

- খাসিয়া গ্রামগুলো যে নামে পরিচিত– পুঞ্জি [৩৫তম বিসিএস]
- সাঁওতালদের গ্রাম প্রধানকে বলা হয়– মাঝি (সঠিক উচ্চারণ মাঞ্চঝি)

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার	১৯৭৬
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	বিরিশিরি, নেত্রকোনা	১৯৭৭
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রাঙ্গামাটি	১৯৭৮
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমী	রাজশাহী	
রাখাইন কালচারাল ইনস্টিটিউট	রামু, কক্সবাজার	
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	খাগড়াছড়ি	২০০৩
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	বান্দরবান	১ জুলাই ১৯৮৮
কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	কক্সবাজার	৫ জানুয়ারি ১৯৯৪

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র– বিরিশিরি, নেত্রকোনা
- বাংলাদেশ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অবস্থিত– বৃহত্তর ময়মনসিংহে
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি অবস্থিত– নেত্রকোনায়
- বাংলাদেশে বর্তমানে উপজাতীয় প্রতিষ্ঠান– ৮টি

উপজাতীদের লিপি ও বর্ণমালা

ক্র.নং	উপজাতি/নৃ-গোষ্ঠী	লিপি
১	চাকমা	মনখেমের
২	মনিপুরী	অহমিয়া
৩	রাখাইন	বর্মি/মনখেমর

- চাকমা, রাখাইন ও মনিপুরী নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ণমালা আছে
- সাঁওতাল নৃ- গোষ্ঠীর নিজস্ব কথ্য ভাষা আছে কিন্তু নিজস্ব বর্ণমালা নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি এবং শান্তিবাহিনী

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়	২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন	২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন	২৭ মে ১৯৯৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের মর্যাদা	প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন
সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন	সাবেক চিফ হুইফ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ
পাহাড়ি জনগণের পক্ষে স্বাক্ষর করেন	জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)

তথ্য কণিকা

- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়– ২ ডিসেম্বর' ১৯৯৭
- ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বরে আমাদের প্রধান স্মরনীয় ঘটনা– পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি
- উপজাতিদের গেরিলা সংগঠন– শান্তিবাহিনি
- শান্তিবাহিনির প্রতিষ্ঠাতা– মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা
- শান্তিবাহিনির বর্তমান চেয়ারম্যান– জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)

উপজাতি বিদ্রোহ

উপজাতীয় বিদ্রোহ	সময়
সাঁওতাল বিদ্রোহ	১৮৫৫-৫৬
চাকমা বা কার্পাস বিদ্রোহ	১৭৭৬-১৭৮৭
গারো জাগরণ ও বিদ্রোহ	১৮২৫-২৭, ১৮৩২-৩৩,১৮৩৭-৮২
ত্রিপুরা বিদ্রোহ	১৮৪৪-৯০

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বাংলাদেশ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অবস্থিত-**
ক. বৃহত্তর ঢাকা খ. পটুয়াখালীতে
গ. বৃহত্তর ময়মনসিংহে ঘ. দিনাজপুরে **গ**

২. **চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক-**
ক. রাঙ্গামাটি জেলায় খ. কাগড়াছড়ি জেলায়
গ. বান্দরবান জেলায় ঘ. সিলেট জেলায় **ক**

৩. **বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর উপজাতি গোষ্ঠী কোনটি?**
ক. সাঁওতাল খ. চাকমা গ. মারমা ঘ. রাখাইন **গ**

৪. **চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে কোন উপজাতিরা বাস করে?**
ক. গারো খ. মুরং গ. চাকমা ঘ. মারমা **খ**

৫. **খিয়াং সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করে-**
ক. সিলেট খ. দিনাজপুর
গ. কুয়াকাটা ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম **ঘ**

Teacher's Work

১. **নিপোর্ট (NIPORT) কী ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান** [৪৩তম বিসিএস]
ক. জনসংখ্যা গবেষণা খ. নদী গবেষণা
গ. মিঠাপানি গবেষণা ঘ. বন্দর গবেষণা

২. **ওরাওঁ জনগোষ্ঠী কোন অঞ্চলে বসবাস করে?** [৪৩তম বিসিএস]
ক. রাজশাহী-দিনাজপুর খ. বরগুনা-পটুয়াখালী
গ.রাঙামাটি-বান্দরবান ঘ. সিলেট-হবিগঞ্জ

৩. **বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়?** [৪০তম, ৩৮তম,৩৬তম,১৬তম বিসিএস]
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

৪. **'গারো উপজাতি' কোন জেলায় বাস করে?** [৪০তম বিসিএস]
ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম খ. সিলেট
গ. ময়মনসিংহ ঘ. টাঙ্গাইল

৫. **চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক কোথায়?** [৩৮তম বিসিএস]
ক. রাঙামাটি খ. খাগড়াছড়ি
গ. বান্দরবান ঘ. সিলেট

৬. **সরকারী হিসেব মতে বাংলাদেশীদের গড় আয়ু-** [৩৭তম বিসিএস]
ক. ৭২.৩ বছর খ. ৭৫.৮ বছর
গ. ৭২.৮ বছর ঘ. ৭৩.৯ বছর

৭. **২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের নারী-পুরুষের অনুপাত-** [৩৭তম বিসিএস]
ক. ১০০:১০৬ খ. ১০০:১০০.৬
গ. ১০০:১০০.৩ ঘ. ১০০:১০০.২

৮. **সরকারী হিসেব মতে বাংলাদেশিদের গড় আয়ু–** [৩৭তম বিসিএস]
ক. ৭২.৮ খ. ৭৫.৬ গ. ৭৩.৩ ঘ. ৭২.৯

৯. **২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশ হাউসহোল্ড জনসংখ্যা–** [৩৭তম বিসিএস]
ক. ৪.৪ খ. ৫.০ গ. ৫.৪ ঘ. ৫.৫

১০. **যে বিভাগে স্বাক্ষরতার হার সর্বাধিক?** [৩৭তম বিসিএস]
ক. ঢাকা খ. রাজশাহী
গ.বরিশাল ঘ. খুলনা

১১. **যে জেলায় হাজংদের বসবাস নেই?** [৩৭তম বিসিএস]
ক. শেরপুর খ. ময়মনসিংহ
গ. সিলেট ঘ. নেত্রকোনা

১২. **কোন উপজাতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম?** [৩৬তম বিসিএস]
ক. রাখাইন খ. মারমা
গ. পাঙন ঘ. খিয়াং

১৩. **বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০৯ (২০২১) অনুসারে জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশ কততম?** [৩৫তম,২৫তম,১৫তম বিসিএস]
ক. ৭ম খ. ৮ম
গ.৯ম ঘ. ১০ম

১৪. **খাসিয়া গ্রামগুলো কী নামে পরিচিত?** [৩৫তম বিসিএস]
ক. বারাং খ. পাড়া
গ. পুঞ্জি ঘ. মৌজা

১৫. **বাংলাদেশে কয়টি উপজাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে?** [৩০তম বিসিএস]
ক. ৬টি খ. ৭টি
গ. ৮টি ঘ. ৯টি

১৬. **হাজংদের অধিবাস কোথায়?** [২৮তম বিসিএস]
ক. ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা
খ. কক্সবাজার ও রাম
গ. রংপুর ও দিনাজপুর
ঘ. সিলেট ও মনিপুর

১৭. **কোন বাংলাদেশী উপজাতির পারিবারিক কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক?** [২৫ ও ১৪তম বিসিএস]
ক. মারমা খ. খাসিয়া
গ. সাঁওতাল ঘ. গারো

১৮. **বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরী নাচ কোন অঞ্চলের?** [২২তম বিসিএস]
ক. রাঙামাটি খ. রংপুর গ. কুমিল্লা ঘ. সিলেট

১৯. **বাংলাদেশে বাস নেইএমন উপজাতির নাম কী?** [১৭ ও ১০ম বিসিএস]
ক. সাঁওতাল খ. মাওরি গ. মুরং ঘ. ারো

২০. **২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে কত?** [১৫তম বিসিএস]
ক. ২০০ মিলিয়ন খ. ১২০ মিলিয়ন
গ. ১০০ মিলিয়ন ঘ. ২৩০ মিলিয়ন
[বর্তমানে ১৬.৫১ কোটি]

উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	গ	৪	গ	৫	ক	৬	গ	৭	গ	৮	ক	৯	ক	১০	গ
১১	গ	১২	গ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	খ,ঘ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	খ

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

০১. বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০২২ অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক. ৭ম খ. ৮ম
গ. ৯ম ঘ. কোনটিই নয়

০২. বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
ক. ১.৩২% খ. ১.৩৩% গ. ১.৩৪% ঘ. ১.৩৭%

০৩. বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা কত (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২)?
ক. ১৪.২৪ কোটি খ. ১৬.৯১ কোটি
গ. ১৪.৭৯ কোটি ঘ. ১৪.৫০ কোটি

০৪. জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশের ছোট উপজেলা কোনটি?
ক. থানচি খ. শিবগঞ্জ গ. রাজস্থলী ঘ. শ্যামনগর

০৫. আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের কততম?
ক. ৯৫ তম খ. ১১০তম গ. ৯৬তম ঘ. ৮৮তম

০৬. সর্বশেষ আদমশুমারি (২০২২) অনুযায়ী বাংলাদেশে লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত জন?
ক. ১০৩৪ জন খ. ১১৪০ জন
গ. ৮৩৪ জন ঘ. ৭৩৪ জন

০৭. বাংলাদেশে কবে থেকে বয়স্ক ভাতা চালু হয়?
ক. ১৯৯৮ সাল খ. ১৯৯৭ সাল
গ. ১৯৯৯ সাল ঘ. ১৯৯৬ সাল

০৮. বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সামাজিক সমস্যা কোনটি?
ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধি খ. দুর্নীতি
গ. সন্ত্রাস ঘ. মাদকসক্তি

০৯. বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কত (২০২২ আদমশুমারি অনুযায়ী)?
ক. ২.১০ খ. ১.৯০ গ. ১.৯০ ঘ. ১.৩৭

১০. প্রতি বর্গকিলোমিটার সবচেয়ে কম লোক বাস করে-
ক. চাঁপাইনবাবগঞ্জে খ. খাগড়াছড়িতে
গ. রাঙামাটিতে ঘ. বান্দরবানে

১১. আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় প্রতি-
ক. ৫ বছর পর খ. ৮ বছর পর
গ. ১০ বছর পর ঘ. ১২ বছর পর

১২. বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি (জনগণনা) কবে অনুষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
খ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

১৩. সবচেয়ে কম বসতি কোন জেলায়?
ক. রাঙ্গামাটি খ. খাগড়াছড়ি
গ. বান্দরবান ঘ. ময়মনসিংহ

১৪. ষষ্ঠ আদমশুমারি চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা কত?
ক. ১৫,৪০,৩৬,১০০ জন খ. ১৫,৫১,৫৮,৬১৬ জন
গ. ১৬,০১,০২,১০০ জন ঘ. ১৫,৯০,১২,৩৬৪ জন

১৫. বাংলাদেশে সর্বশেষ আদমশুমারি কোন সালে করা হয়েছিল?
ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৮ গ.২০২১ ঘ. ২০২২

১৬. 'বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২' অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যা কত?
ক. ১৫.৫১ কোটি খ. ১৬.৯১ কোটি
গ. ১৫.৮৯ কোটি ঘ. ১৬.০৮ কোটি

১৭. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী জনগণের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল কত?
ক. ৬০.৫ খ. ৭২.৮ গ. ৭১.৬ ঘ. ৮০

১৮. বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে-
ক. ১.৪৭% খ. ১.৩৭% গ. ১.৫% ঘ. ১.৩৫%

১৯. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নারী ও পুরুষের অনুপাত-
ক. ১০০ : ১০২ খ. ১০০ : ১০০.৩
গ. ১০০ : ১০৪ ঘ. ১০০ : ১০০.২

২০. বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম জেলা কোনটি?
ক. মেহেরপুর খ. নারায়নগঞ্জ
গ. নওয়াবগঞ্জ ঘ. সাতক্ষীরা

২১. জনসংখ্যা বিবেচনায় বাংলাদেশে ছোট উপজেলা কোনটি?
ক. থানচি খ. শিবগঞ্জ
গ. শ্যামনগর ঘ. কোনোটিই নয়

২২. বাংলাদেশের শিক্ষার হার কোন বিভাগে সবচেয়ে বেশি?
ক. রাজশাহী খ. চট্রগ্রাম গ. বরিশাল ঘ. খুলনা

২৩. NIPORT যার সাথে সম্পর্কিত-
ক. Environment খ. Disaster
গ. Population ঘ. Geography

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	খ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	ঘ	১০	ঘ
১১	গ	১২	গ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	খ
২১	ক	২২	গ	২৩	গ														

Self Study

১. **জনসংখ্যার দিক থেকে ঢাকার পরেই যে বিভাগের স্থান-**
ক. রাজশাহী খ. চট্রগ্রাম
গ. খুলনা ঘ. বরিশাল

২. **পার্বত্য চট্রগ্রাম শান্তি চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়?**
ক. ১২ নভেম্বর. ১৯৯৭ খ. ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ঘ. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

৩. **পার্বত্য চট্রগ্রামে কয়টি উপজাতি বাস করে?**
ক. ১১ খ. ১২
গ. ১৩ ঘ. ১৫

৪. **বাংলাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠি কোনটি?**
ক. সাঁওতাল খ. চাকমা
গ. মারমা ঘ. রাখাইন

৫. **'গারো উপজাতি' কোন জেলায় বাস করে?**
ক. পার্বত্য চট্রগ্রাম খ. সিলেট
গ. ময়মনসিংহ ঘ. টাঙ্গাইল

৬. **গারো উপজাতি কোথায় বাস করে?**
ক. সিলেট খ. রাঙ্গামাটি
গ. ময়মনসিংহ ঘ. বান্দরবান

৭. **বাংলাদেশে সাঁওতাল প্রধানত বাস করে-**
ক. সিলেটও চট্রগ্রাম খ. ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল
গ. রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে ঘ. রাজশাহী ও দিনাজপুরে

৮. **'বৈসাবি' কী?**
ক. আদিবাসি সম্প্রদায় এশটি উৎসব
খ. একটি নদীর নাম
গ. একটি ফলের নাম
ঘ. একটি স্থানের নাম

৯. **বাংলাদেশের প্রথম উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়?**
ক. রাঙ্গামাটি খ. নেত্রকোণায়
গ. যশোর ঘ. রংপুরে

১০. **জনসংখ্যা আধিক্য রোধকল্পে বাংলাদেশে কবে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়**
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৫ সালে ঘ. ১৯৭৬ সালে

১১. **স্বাধীন বাংলাদেশ এ পর্যন্ত কতটি আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছে?**
ক. ৫ খ. ৬
গ. ৪ ঘ. ৭

১২. **বাংলাদেশে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জেলা কোনটি?**
ক. কুমিল্লা খ. ঢাকা
গ. ময়মনসিংহ ঘ. চট্রগ্রাম

১৩. **বাংলাদেশে কোন জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে?**
ক. ঢাকা খ. চট্রগ্রাম
গ. কুমিল্লা ঘ. খুলনা

১৪. **প্রতি বর্গ কিলোমিটারে সবচেয়ে কম লোক বাস করে?**
ক. চাঁপাইনবাবগঞ্জে খ. খাগড়াছড়িতে
গ. রাঙ্গামাটিতে ঘ. বান্দরবানে

১৫. **সবচেয়ে কম বসতি কোন জেলায়?**
ক. রাঙ্গামাটি খ. খাগড়াছড়ি
গ. বান্দরবান ঘ. ময়মনসিংহ

১৬. **পঞ্চম আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার সবচেয়ে কম কোন বিভাগে?**
ক. ঢাকা খ. কুমিল্লা
গ. বরিশাল ঘ. সিলেট

১৭. **বাংলাদেশে সর্বশেষ আদমশুমারি কোন সালে করা হয়েছিল?**
ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৮
গ.২০২১ ঘ. ২০২২

১৮. **সরকারি হিসেবে মতে বাংলাদেশিদের গড় আয়ু-**
ক. ৬৫.৪ বছর খ. ৬৭.৫ বছর
গ. ৭২.৮ বছর ঘ. ৭৩.৭ বছর

১৯. **বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে-**
ক. ১.৪৭% খ. ১.৩৭%
গ. ১.৫% ঘ. ১.৩৫%ৎ

২০. **পাহাড়ি জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্রগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন-**
ক. মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা
খ. রাজা দেবাশীষ রায়
গ. জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
ঘ. মনি স্বপন দেওয়ান

২১. উপজাতিদের প্রতিনিধি হিসেবে কে পার্বত্য চট্রগ্রাম শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন?
ক. মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা
খ. রাজা দেবাশীষ রায়
গ. সন্ত লারমা
ঘ. বীণা চাকমা

২২. পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান নাম কী?
ক. বীর বাহাদুর খ. এম.এন. লারমা
গ. দেবাশীষ রায় ঘ. জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা

২৩. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা-
ক. ২০ খ. ৪৮
গ. ২৫ ঘ. ৩২

২৪. পার্বত্য চট্রগ্রামে কয়টি উপজাতি বাস করে?
ক. ১১ খ. ১২
গ. ১৩ ঘ. ১৫

২৫. বাংলাদেশের কোন উপজাতি লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি?
ক. গারো খ. চাকমা
গ. মারমা ঘ. মুরং

২৬. বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ এথনিক গোষ্ঠী
ক. চাকমা খ. হাজং
গ. রোহিঙ্গা ঘ. গারো

২৭. চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক-
ক. রাঙ্গামটি জেলায় খ. খাগড়াছড়ি জেলায়
গ. বান্দরবান জেলায় ঘ. সিলেট জেলায়

২৮. বাংলাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠি কোনটি?
ক. সাঁওতাল খ. চাকমা
গ. মারমা ঘ. রাখাইন

২৯. মগরা বাংলাদেশে কোথায় বাস করে?
ক. বান্দরবান খ. খাগড়াছড়ি
গ. রাঙ্গামাটি ঘ. ময়মনসিংহ

৩০. 'মারমা' উপজাতিরা কোন পাহাড়ে পাদদেশে বসবাস করে?
ক. চিম্বুক পাহাড় খ. লালমাই পাহাড়
গ. গারো পাহার ঘ. কুলাউড়া পাহাড়

৩১. 'টিপরা' উপজাতিরা বাংলাদেশের কোন স্থানে বাস করে?
ক. খাগড়াছড়ি খ. সিলেট
গ. ময়মনসিংহ ঘ. ফেনী

৩২. খিয়াং সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করে-
ক. সিলেট খ. দিনাজপুর
গ. কুয়াকাটা ঘ. পার্বত্য চট্রগ্রাম

৩৩. গারো উপজাতি কোথায় বাস কররে?
ক. সিলেট খ. রাঙ্গামাটি
গ. ময়মনসিংহ ঘ. বান্দরবান

৩৪. ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের অধিবাসী গারো জনগোষ্ঠী প্রকৃত নাম-
ক. কান্দি খ. নান্দি
খ. মান্দি ঘ. তান্দি

৩৫. 'রাখাইন' উপজাতি বাংলাদেশে কোন জেলায় বাস করে?
ক. রাঙ্গামাটি খ. বান্দরবান
গ. পটুয়াখালী ঘ. রাজশাহী

৩৬. বাংলাদেশে উপজাতি কোনটি?
ক. হস্ খ. রাখাইন
গ. হটেনটট ঘ. না

৩৭. বাংলাদেশে সাঁওতাল প্রদানত বাস করে-
ক. সিলেট ও চট্রগ্রাম
খ. ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল
গ, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে
ঘ. রাজশাহী ও দিনাজপুরে

৩৮. সাঁওতালরা কোথায় বসবাস করে না?
ক. চট্রগ্রাম খ. রাজশাহী
গ. বরিশাল ঘ. বগুড়া

৩৯. হাজংদের অধিবাস কোথায়?
ক. ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা
খ. কক্সবাজার ও বান্দরবান
গ. রাঙ্গামাটি ও দিনাজপুর
ঘ. সিলেট ও রাঙ্গামাটি

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	ক	৪	গ	৫	গ	৬	গ	৭	গ	৮	ক	৯	খ	১০	ঘ
১১	ক	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	খ	২০	গ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ক	৩২	ঘ	৩৩	গ	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	খ	৩৭	ঘ	৩৮	ক,গ	৩৯	ক		

Class Exam

১. **জনঘংখ্যা আধিক্য রোধকল্পে বাংলাদেশে কবে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়?**

ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৫ সালে ঘ. ১৯৭৬ সালে

২. **বাংলাদেশে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জেলা কোনটি?**

ক. কুমিল্লা খ. ঢাকা
গ. ময়মনসিংহ ঘ. চট্রগ্রাম

৩. **'বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২' অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যা কত?**

ক. ১৫.১৭ কোটি খ. ১৬.৯১ কোটি
গ. ১৫.৮৯ কোটি ঘ. ১৬.০৮ কোটি

৪. **বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী জনগণের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল কত?**

ক. ৬০.৫ খ. ৭২.৮
গ. ৭১.৬ গ. ৮০

৫. **বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে-**

ক. ১.৪৭% খ. ১.৩৭%
গ. ১.৫% ঘ. ১.৩৫%

৬. **পার্বত্য চট্রগ্রাম শান্তি চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়?**

ক. ১২ নভেম্বর. ১৯৯৭
খ. ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
ঘ. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

৭. **পার্বত্য চট্রগ্রামে কয়টি উপজাতি বাস করে?**

ক. ১১ খ. ১২
গ. ১৩ ঘ. ১৫

৮. **বাংলাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি কোনটি?**

ক. গারো খ. হাজং
গ. সাঁওতাল ঘ. মগ

৯. **অধিকাংশ মণিপুরি নৃজাতিগোষ্ঠী বাংলাদেশে কোন অঞ্চলে বাস করে?**

ক. ময়মনসিংহ খ. সিলেট
গ. রাঙ্গামাটি ঘ. রংপুর

১০. **কোন বাংলাদেশি উপজাতি পারিবারিক কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক?**

ক. মারমা খ. খাসিয়া
গ. সাঁওতাল ঘ. গারো

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।